ডাটা প্রাইভেসি বা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা পাঠ

তথ্য সুরক্ষা দিবস ২৮ জানুয়ারি ২০২১

অধ্যায় ১:
ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নীতি

আপনি সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন, এখন আবার আপনাকে রাতের রান্না করতে হবে । আপনি ক্লান্ত এবং আপনার পরিবার না খেয়ে আছে। তাই আপনি একটি রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইটে খাবার অর্ডার করতে গেলেন। কিন্তু আপনার কাজটি একটু সময় সাপেক্ষ হয়ে গেলো। কারণ, অর্ডার সম্পন্ন হওয়ার জন্য আপনাকে অন্য একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। তারপর আবার বিভিন্ন প্রকার লিগালিস, পারমিশনের বিষয়। আপনি ক্ষুধায় তাড়িত হয়ে কিছু না ভেবে বারবার পারমিশন রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করলেন।

আপনি যে জিনিসটা তাড়াহুড়ায় একসেপ্ট করে নিলেন সেটাই হচ্ছে অ্যাপটির ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের নীতি। শুধুমাত্র ইদানিংকালে কোম্পানিগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য নীতি দেখাতে হয় যে কিভাবে তারা আপনার তথ্যাদি ব্যবহার করবে। আপনি চাইলে তাদেরকে আপনার তথ্যাদি কিভাবে ব্যবহার করতে পারবে এই সম্পর্কিত একটি সীমারেখা টেনে দিতে পারেন।

কিন্তু তারা তথ্য ব্যবহারের সময় আপনাকে যতটা বলা হয় ততটা বিশ্বস্ত থাকে না। ব্যক্তিগত সুরক্ষা (প্রাইভেসি) নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানির বিরুদ্ধে নেয়া যেকোন আইনি পদক্ষেপ থেকে কোম্পানিকে সুরক্ষা দেয়া। দীর্ঘমেয়াদী, বিরক্তিকর, জটিল টেকনিক্যাল টার্ম ব্যবহারের ফলে আপনি চিন্তা-ভাবনা ছাড়া একসেপ্ট বাটনে ক্লিক করতে বাধ্য হচ্ছেন।

যে মুহূর্তে আপনি অ্যাপের মাধ্যমে খাবার অর্ডার করছেন তখন আসলেই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতি পড়ার চেয়ে খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে বিষয়টি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তা হলো আপনার ডাটা এবং আপনার ব্যক্তিগত সুরক্ষা। বিষয়টি আপনার কাছে বেশ কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু পড়তে থাকুন। আমরা বিষয়টিকে আপনার জন্য সহজবোধ্য করে ফেলেছি।

আপনার যদি মনে করেন আপনার নিজের তথ্যের উপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, এমন ধারনা একেবারেই অমূলক নয়। একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে প্রতি পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে চারজন ভাবেন তাদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আসলে আমরা যতটা ভাবি তার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছে আছে। শুধু আমাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নীতির গোপন বিষয়গুলো একটু জানা দরকার হবে ।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা নীতির গোপন বিষয়গুলো:

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতির যে নিয়মগুলো কোম্পানিগুলোর প্রকাশ করা প্রয়োজন তা হলো:

কী তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
কী উদ্দেশ্যে সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা হচ্ছে।
কিভাবে ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে, যেমন কুকিজ বা অন্য কোনো ট্র্যাকিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতির তারিখ এবং মেয়াদ ইত্যাদি।
সম্ভাব্য পলিসি পরিবর্তন এবং সেটা হলে কিভাবে জানানো হবে।
যদি আপনার ডাটা প্রসেসিংয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে কী হবে।

তথ্য সুরক্ষার জন্য কী কী নিরাপত্তা পদক্ষেপ নেয়া হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।
কোন তৃতীয় পক্ষের আপনার ডাটার উপর একসেস আছে কি না এবং তারা কিভাবে সেটা ব্যবহার করবে।
সরকারি সংস্থার সঙ্গে আপনার তথ্য শেয়ারিংয়ের নিয়ম।
যেসব ব্যক্তি ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতির ব্যাপারে দায়ভার নিবেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য।

আপনাদের বুঝার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই শর্তাবলী মূলত আইনজীবীরা লেখেন এবং এই আইনি ভাষা বুঝতে এতো কষ্ট হয়, মনে হয় যেন মহাবিশ্বের বাইরের কেউ লিখেছেন। তার উপরে কিছু পলিসি আছে উপন্যাসের অধ্যায়ের মতো বড়। **ফেসবুকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতি পড়তে ১৮ মিনিট সময় লাগে**। যদিও অন্য বড় কোম্পানির সঙ্গে তুলনা করা হলে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক।

ধন্যবাদ জানাতে হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের **জিডিপিআর** আইনের কিছু অত্যাবশ্যকীয় নিয়মকে, যার কারণে ব্যক্তিগত সুরক্ষা নীতি সংক্ষিপ্ত এবং পরার জন্য সহজতর হয়েছে। কিন্তু কিছু বিশেষ শব্দ রয়েছে যা আপনাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

প্রাইভেসি বিষয়ক যেসব পরিভাষা বা শব্দের অর্থ ভালোভাবে জানা প্রয়োজন:

শব্দ	এই ধরনের শব্দের মাধ্যমে যা বুঝবেন
Third Parties	আপনার তথ্যটি বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং সেই সব তথ্য বিক্রি করে থাকে এমন প্রতিষ্ঠানের কাছে যারা বিভিন্ন রকম ক্রেতা, ভোটার, ছাত্র, ভোক্তা এমনকি আপনার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। বিষয়টি আইনানুগ। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া হয় না।
Except	প্রতিষ্ঠানের পলিসি/নীতিমালায় কী আছে বিষয়গুলো একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অস্বাভাবিক নয় যে, তারা বললো তারা তথ্যগুলো বিক্রি করবে না ব্যতিক্রম কিছু পরিস্থিতি ছাড়া। এই ব্যতিক্রম পরিস্থিতিগুলোই সম্ভবত সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে।
Such As	এই ধোঁয়াশে শব্দটি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন প্রতিষ্ঠান আপনাকে পুরো পরিস্থিতিটি বুঝানোর বদলে কিছু উদাহরণ দিতে হয়। এই কাজের অর্থ হতে পারে আমরা যতটুকু বুঝাতে চাই।
Retain	এটি দ্বারা বুঝানো হয় যে আপনার তথ্য প্রতিষ্ঠানটি কতদিন সংরক্ষণ করবে। প্রতিষ্ঠানটি ততক্ষণই আপনার তথ্য সংগ্রহ করবে যতক্ষণ আপনি তাদের গ্রাহক। যখনই আপনি গ্রাহক থাকছেন না সেই প্রতিষ্ঠানটি আপনার তথ্য সংগ্রহে রাখে না।
Delete	যদি সংস্থাটি আপনার ডেটা মুছতে অপশন দেয় তবে তারা আপনার প্রতি কিছু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। যদি তারা তা না করে তবে তারা এমন আচরণ করছে যেন আপনার চেয়ে আপনার তথ্য তাদের কাছে বেশি কাঙ্ক্ষিত।
Date	তথ্য সুরক্ষা নীতিটি সর্বশেষ আপডেট হওয়ার তারিখটি পরীক্ষা করে দেখুন। এটি সাম্প্রতিক হলে সংস্থাটি আপনার প্রাইভেসিকে আরও গুরুত্বেও সঙ্গে নিচ্ছে। যদি তা না হয় তবে তারা আপনার আস্থা পাবার যোগ্য হতে পারে না।
Control	এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। কারণ এটি আপনার ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আপনার কর্তৃক ব্যবহৃত সম্ভাব্য পন্থাগুলো নির্দেশ করে। অনেক সংস্থার প্রাইভেসি সেটিংস থাকে, তবে সেগুলি সব সময় ডিফল্টরূপে চালু থাকে না।

www.ccabd.org

তথ্য সুরক্ষা দিবস

আপনি প্রকৃত পক্ষে কী করতে পারেন?

আপনি যা খুঁজে পেয়েছেন তার ভিত্তিতে আপনি আপনার কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন। ভোক্তা হিসেবে আমাদের সীমিত বিকল্প থাকতে পারে। তবে আমরা শক্তিহীন নই।

আপনার ব্যবসা অন্যত্র স্থানান্তর করুন:

এক জরিপে দেখা গেছে অর্ধেকের কাছাকাছি কর্মী তাদের কর্মস্থল (কোম্পানিগুলোকে) ছেড়ে দিয়েছে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ডাটা পলিসির জন্য। কাজেই আপনিও করতে পারবেন। সেই কোম্পানিগুলো বাছাই করুন যেটা কাজের পাশাপাশি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের অধিকারকেও অক্ষুন্ন রাখবে। যখন আমরা এরকম করবো তখন হয়তো এটা সমগ্র ইন্ডাস্ট্রিকে ভবিষ্যতের একটা নৈতিকতা গঠনে উৎসাহিত করবে।

নিয়ন্ত্রণ নিন:

কোম্পানিগুলো যদি আপনাকে সম্মতি, অপ্ট আউট, এডজাস্ট প্রাইভেসি সেটিংস এবং আপনার তথ্য মুছে ফেলার অপশন দেয় তাহলে আপনার সুবিধাগুলো নেয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই অপশন ব্যবহার না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই অপশনগুলোর সুবিধা আপনি নিতে পারবেন না। কোথাও সাইন আপ করার আগে সেই ওয়েবসাইটের অপশনগুলো পরীক্ষা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

যাচাই করে বাছাই করুন:

প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরকে আমাদের তথ্যের মূল্য না দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু কোনো তথ্য অনলাইনে শেয়ার করার আগে দ্বিতীয়বার ভাবুন। আপনার ব্যাপারে যতো কম তথ্য অনলাইনে থাকবে তথ্যের অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা তত কম হবে। এমনকি একটা সাধারণ ফেসবুক জরিপ থেকেও স্ক্যান্ডাল হতে পারে।

আওয়াজ তুলুন:

আপনি যদি ব্যক্তিগত সুরক্ষা (প্রাইভেসি) নীতিতে অস্বাভাবিক এবং বিপদজনক কিছু দেখেন তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলুন। আপনার অনলাইনে তোলা আওয়াজ আপনার নিজের চিন্তা করার থেকে বেশি কাজে দিবে। অনেক কোম্পানি আছে যারা তাদের ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে এবং সামাজিক গণমাধ্যমে করা সব ভালো মন্দ আলোচনা পর্যবেক্ষণ করে। পরিবর্তন তখনই আসবে যখন আমাদের মতো লোকজন সঠিক কাজটা করার জন্য এবং আমাদেরকে তথ্য হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য কোম্পানিগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করবে।

*Source: Pew Research Center. Americans and Privacy Report. 2019.

**Source: New York Times. We Read 150 Privacy Policies. They Were an Incomprehensible Disaster. 2020.

***Source: Cisco. Consumer Privacy Report. 2019.

****Source: The Guardian. Cambridge Analytica: how did it turn clicks into votes? 2018.

*****Source. The Verge. How to read a privacy policy. 2018.

অধ্যায় ২:
তথ্য মুছে ফেলার মধ্যে কল্যাণ

আপনার ডিলিট করা তথ্য কি আসলেই মুছে যায়?
আপনি কোনো ফাইলের নাম হাইলাইট করুন এবং ডিলিট কী চাপুন। ফাইলটি মুছে গেছে, ঠিক? আসলে এটি সবক্ষেত্রে ঠিক না। বেশিরভাগ সিস্টেম কেবল মাত্র ফাইলটির লিঙ্কটি সরিয়ে দেয়। পুরানো 'মুছেফেলা' ডেটার উপরে অন্য কোনো ফাইল সংরক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত এটি থেকেই যায়।

স্থায়ীভাবে তথ্য মুছে যাওয়া:
পুরানো কম্পিউটার এবং ডিভাইসগুলো থেকে কখনই স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হয় না। এমন ফাইল হ্যাকারদের জন্য সোনারখনির মতো। সর্বাধুনিক তথ্য পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা আপনার মুছে ফেলা তথ্য এবং ফাইলগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারে। সত্যিকার অর্থে মুছে যাওয়া নিশ্চিত করতে কয়েকটি পরামর্শ দেয়া হল-

ডিজিটাল ডাটা
বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানের পুরনো কম্পিউটার এবং স্টোরেজ মিডিয়া নিষ্ক্রিয় করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং নীতিমালা রয়েছে। আপনি নিশ্চিত করুন যে আপনি সেগুলো অনুসরণ করছেন। অনেক প্রতিষ্ঠান (পিসি রিসাইক্লার) তথ্য মুছে ফেলার সেবা দেয় এবং তারা নিশ্চিত করে যে কোনো ডিস্ক, হার্ডড্রাইভ বা অন্যান্য স্টোরেজ মিডিয়া এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যা কোনো হ্যাকার বা অন্য কারও দ্বারা কোনো তথ্য পুনরুদ্ধার করা যাবে না।

স্মার্টফোন:
আপনার ফোনে কোনো তথ্য/ফাইল সংরক্ষণ না করা সত্ত্বেও আপনার ফোনে সংবেদনশীল তথ্য থাকতে পারে। এই সংবেদনশীল তথ্য হতে পারে ইমেল বা টেক্সট বার্তা, ছবি, ভয়েসমেইল বা আপনার ব্রাউজারে খোলা রেখে দেয়া কোনো ফাইল। যদি কখনো আপনি আপনার ফোনটি পরিবর্তন করতে চান তাহলে নতুন ফোনটি নেয়া মাত্র পুরানো ফোনটি ফেলে দিবেন না। কিছু ডিভাইস হারিয়ে যাওয়া বা চুরি প্রতিরোধে 'রিমোট ওয়াইপ' নামক ফিচারটি আছে। পুরনো ফোনটি ফেলে দেবার আগে **রিমোট ওয়াইপ** নামক ফিচারটি ব্যবহার করে যাবতীয় তথ্য মুছে ফেলুন। অথবা তথ্য মুছে ফেলার সার্ভিসটি নিতে পারেন।

ক্লাউড:
আপনার ক্লাউড অ্যাকাউন্টগুলোতে (গুগল ড্রাইভের মতো বিভিন্ন সেবা) তথ্য মুছে ফেলা আরও জটিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি অনলাইন সার্ভিস ব্যবহার বন্ধ করে দেন তারপরও আপনার আগের তথ্যগুলো সার্ভিস প্রোভাইডারের নিকট থেকেই যায়। অন্তত আপনি যখন একাউন্ট বন্ধ করবেন তখন কাস্টমার সাপোর্টের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হবেন যে বন্ধ হয়ে যাওয়া সার্ভিসের (এর সাথে সম্পর্কিত সব ডাটাসহ) যাবতীয় তথ্য কখন ডিলিট হচ্ছে।

অধ্যায় ৩: বিশ্বস্ততা

বিশ্বস্ততা গুরুত্বপূর্ণ:
যখন বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি আসে তখন আপনি আসলেই কাকে বিশ্বাস করেন?
এখানে ম্যাককিনজি অ্যান্ড কোম্পানির এক হাজার উত্তরদাতাদের সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফল রয়েছে। জরিপটি প্রাইভেসি এবং ডেটা সুরক্ষায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানকে র‍্যাংক করতে বলা হয়েছিল।

- Healthcare and Financial Services – 44%
- Pharmaceuticals/medical – 22%
- Retail – 18%
- Technology – 17%
- Public sector and government – 11%
- Media and entertainment – 10%

একেবারেই অবাক হবার মতো কারণ নেই যে সাস্থ্য এবং আর্থিক সেবা ছিল র‍্যাঙ্কিয়ের প্রথমে। অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার অবস্থান ছিল শেষের দিকে। কিন্তু সর্বোপরি র‍্যাঙ্কিং প্রথম দিকে থাকা স্বাস্থ্য সেবার অবস্থানও খুব বেশি সন্তোষজনক ছিল না।

যেখানে কেউ কেউ বিশ্বস্ততার অভাব দেখেন সেখানে অনেকে সুযোগ খুঁজে পান। যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে তারা প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারে। সত্যিকার অর্থে কাজটি খুব সহজ।

প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন মানুষই তারা যে প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত।

সুতরাং আপনি কীভাবে জরিপে সাড়া দেবেন? কোন শিল্পের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানটি উপযুক্ত?

অধ্যায় ৪:

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ

ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিয়ে কে উদ্বিগ্ন?

হয়ত অনেকের কাছে বিষয়টি আশ্চর্যের হতে পারে যে তরুণরা ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সমাজের একটি প্রচলিত ধারণা যে তরুণরা তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিয়ে একেবারে উদ্বিগ্ন না। একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের বয়স ১৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে তারা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

VOX এ প্রকাশিত আর্টিকেলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের উপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে-

- ৭৪% ব্রাউজার ইতিহাস এবং কুকিজ ডিলিট করে।
- ৭১% পোস্ট ডিলিট অথবা পরিবর্তন করে।
- ৪৯% কুকিজ প্রতিরোধে তারা তাদের ব্রাউজার সেটিংস পরিবর্তন করেছেন।
- ৪২% সেই সব সাইটে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যেসব সাইটে প্রকৃত নাম ব্যবহার করতে হয়।

একটি প্রচলিত ধারনা আছে যে বয়স্কদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীরা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়ে কম সচেতন। Cisco’s Consumer Privacy Survey-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ৪৮% তরুণ তথ্য সুরক্ষা নীতির কারণে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেছেন।

অধ্যায় ৫:
মার্ক জাকারবার্গের তথ্যের মূল্য

মার্ক জুকারবার্গের মূল্য কতো?

অল্প কথায় অনেক। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ৭৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। এবং তার আয়ের একটি বিশাল অংশ আসে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যে তথ্য তৈরি করে যাই, সেখান থেকে। ফেসবুক, গুগল, অ্যামাজনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিদিন পরোক্ষ তথ্য বলে সেসব তথ্য সংগ্রহ করে থাকে যেগুলো আমরা ইচ্ছাকৃত না বরং অভ্যাসগতভাবে তৈরি করে থাকি। আমরা কী কেনাকাটা করি, আমরা যে ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করি, আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান (সার্চ), এমনকি আমাদের স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে অনলাইনে যেসব বই চেক করি- এগুলোর সবই আমাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং এটির মূল্য আছে।

তথ্যের মূল্য কতো:

প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ একটি বড় ব্যবসা। বিশ্ব প্রতিদিন ২ দশমিক ৫ কুইন্টিলিয়ন বাইট তথ্য তৈরি করে এবং **এ পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে যত তথ্য তৈরি হয়েছে তার ৯০% গত দুই বছরে তৈরি**। ইউরোপীয় কমিশনের মতে, ২০২০ সালে ব্যক্তিগত তৈরিকৃত তথ্যের মূল্য প্রায় ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার।

আমার তথ্যের মূল্য কতো?

ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বর্ণের খনির মতো। কিন্তু বিষয়টি ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য? বিষয়টি নিরূপণ করা কঠিন। ২০১৫ সালে কমকাস্ট তথ্যচুক্তি ভাঙার জন্য প্রতিটি ভিকটিমকে ১০০ ডলার করে দিয়েছে। প্রতিটি ভিকটিম কমকাস্টকে ফি দিয়েছিল তথ্য সুরক্ষার জন্য।

সুতরাং, আপনার তথ্যের মূল্য কত? eBay এবং craigslist -এর মতো প্রতিষ্ঠান তাদের সংগ্রহকৃত তথ্য নিলামে তোলার উদাহরণ রয়েছে। তবে ব্যক্তিগত তথ্যের মূল্য দেখার আরও ভালো উপায় হলো এটিকে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মূল্য হিসেবে দেখা।

কেউ যদি আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে এবং আপনার পরিচয় চুরি করে তবে তার মূল্য কতো হবে? যদি তারা আপনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে আপনার ছদ্মবেশ ধারণ করে আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে বিভ্রান্ত করে? আপনার সুনামের মূল্য কত? নিঃসন্দেহে তথ্যের মূল্য হচ্ছে তথ্যের সুরক্ষা এবং সম্ভবত এই সুরক্ষার মাধ্যমেই আমরা সবাই আমাদের তথ্যের সঠিক মূল্য খুঁজে পাই। ==========

Cyber Crime Awareness Foundation
সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন

প্রধান কার্যালয়: ৫/২ লালমাটিয়া, ব্লক: এ, ফ্ল্যাট: এ৪ (তৃতীয় তলা), ঢাকা
হটলাইন: 01957 61 62 63
FACEBOOK PAGE | FACEBOOK GROUP | YOUTUBE